সদ্য লেখা পদ্য

BANGLADARSHAN.COM

মীনা রায়

সদ্য লেখা পদ্য

গতকাল পাঁচজনেতে ছড়াতুতো ভাই-বোনেতে
সরস্বতী পুজোর ব্রতে মিলেছি জনস্রোতে,

অম্বিকা কালনায় ফুলকপির ডানলায়
এঁচোড় ও ছানাবড়া পোলাওটা স্বাদে ভরা।

মিঠে পিঠে পেটে পুরে ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে
শত আট শিব দেখে সৃষ্টিতে শ্রদ্ধা রেখে

ফের আশি কিমি দূর বাড়ি ফিরি শ্রীরামপুর।
আজ প্রীতি অনুভবে বসন্ত উৎসবে

মিলেছি ঐকতানে শিহরণ জাগে প্রাণে।
ভ্যালেনটাইন-ভ্যালেনটাইন, অবাধ প্রেমের আইন,

আমার তো শীতল ষষ্ঠী গোটাসিদ্ধ ঠান্ডা গোষ্ঠী
চলেছি আপন রোখে শুভদীপ জ্বেলে চোখে
লিখেছি এই পদ্য তোমাদের শোনাই সদ্য।

BANGLADARSHAN.COM

আত্মসর্বস্ব

ইন্টারনেট হোয়াটস অ্যাপে মগ্ন এই প্রজন্মের ছেলে,
খোঁজ রাখে না প্রতিবেশীর খেলে বা না খেলে!
রং চড়িয়ে মিথ্যে বলে যাতে ভাবতে তুমি খাঁটি,
টাকায় চলে জীবনযাপন বুঝেছি পরিপাটি।
কম্পিউটারে ব্যস্ত জীবন নানা রকম কাজ,
মানব-ধর্ম, পরার্থে সুখ দাগ কাটেনা আজ!
আয়ত্বে চাই ভোগ দুনিয়ার সর্বস্ব সুখ,
অন্তরেতে ঈর্ষা পুষে মুখোশ হাসিমুখ।
আন্তরিকতা শূন্য ফোনে কথা দিনরাত
কথার কথা বন্ধুতাতে করছি বাজিমাত!
‘আমি ও আমার সবটাই চাই, আমি বড়ই একা’,
দানব রাজা মিত্র সাজে দেন কখনও দেখা!
মাঝে মাঝে স্বপ্নে বলেন—“পড়লি বগা ফাঁদে!
বন্ধু কেনোতোর জন্য সত্যিই কি কাঁদে?”

BANGLADARSHAN.COM

মেনির কীর্তি

কর্তাবাবু মাছ কিনেছেন মস্ত বড় রুই,
ল্যাজা-মুড়া, গাদা-পেটির পিস কেটে থুই।
ভাজতে গিয়ে ল্যাজা পাই না, কানকো কাঁটার কুল,
ঝোলে ফেলতে মুড়ো খুঁজি, না পেয়ে চক্ষুশূল,
পুঁই মাচাতে মুড়ো চিবোয় মেনি যে কুঁই কুঁই।

স্বেচ্ছা-সাংবাদিক

গদ্য-পদ্য লেখেন সদ্য
সাংবাদিক শ্রী সন্তু বোস,
ঘরের লোকে বলেন তাঁকে
চরাও তুমি বনের মোষ!
ঘরে-বাইরে সবার কাজে
পোষমানা যেন জন্তু,
উল্টো-পাল্টা দেখলে রোষেই
ফোঁস-ফোঁসান বোস সন্তু।
দিলখোলা তাঁর সুযোগ নিতে
বন্ধু-বান্ধব জোটেন,
খবর-ছবি সংগ্রহে বোস
সভাস্থলেও ছোটেন।
নিজের যত্নের সময় পান না
স্ত্রী দেখান রোষ,
ঘরে খাবার হয় না খাওয়া
কন্যার আফসোস!
নিজ খরচে পত্রিকা বানান
পড়িয়েই সন্তোষ,
সাংবাদিকতা নেশা যে তাঁর
চরিত্রে নেই দোষ।

BANGLADARSHAN.COM

পণ

ছেলের পরে মেয়েই চাই রেখেছি তাই দাড়ি
লেখা-পড়া শিখবে মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ি।
সেটাই যে তার নিজের বাড়ি বাসবে সবায় ভালো,
প্রশংসা তার শুনে আমার জ্বলবে চোখে আলো।
হাসপাতাল থেকে ফিরলো স্ত্রী কোলে নিয়ে পুত্র,
বন্ধুরা সবাই জানে আমার দাড়ি রাখার সূত্র।

মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে গেলাম বাংলাদেশ
ভাটিয়ালি গান গেয়ে নৌকো চালাই বেশ!
ভারতবর্ষে ছেলে-বউ খোঁজ রাখি না কোনো,
পরিশেষে সন্ন্যাসী সে-ভাগ্য আমার শোনো–
ভক্ত শিষ্য পেলাম অনেক রইলাম না একা,
পত্নী আর পুত্রদ্বয়ে করলো যেদিন দেখা,
মঠ-আশ্রম বিশাল সেদিন মানুষজনের দানে,
সবাই সবার আপনজনা, বুঝি জীবন মানে!
স্ত্রী-পুত্র-ভক্ত-শিষ্য সবাই প্রিয়জন,
সবার পাশে সূর্য হাসে থাকবো তেমন পণ।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপন

ওরা পথেরই ভাই-বোন
ঝোলায় কুড়িয়ে পাওয়া ধন।
দেখে চলতি পথিকজন
দুঃখে কাঁদে কারও মন।
কেউবা খাবার ছুঁড়ে দেয়,
আনন্দে ওরাও লুফে নেয়।
রাতটা ইস্টিশানে শুয়ে,
কত না স্বপন দেখে দুয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে

আমগাছেতে কাকের বাসায়
কোকিল পাড়ে ডিম,
নিমগাছেতে উঠলো যে গাছ,
ধরলো তাতে সিম।

খোকার হাত খোকার সিমে
রাখছে ঝোলায় কাঁধে,
উঠলো হাতে শোঁয়াপোকা
কাঁদলো খোকা সাধে!

উড়ে এসে ঠুকরে দিল
দুরন্ত এক কাক,
ভয়টি তার বাসায় বুঝি
করবে খোকা তাক!

BANGLADARSHAN.COM

কা-কা–চিৎকারে সে
মাত করলো পাড়া,
একশো আট কাক জুটে ভাই
সেই ডাকে দেয় সাড়া!

খোকার দাদা গুল্‌তি ধরে
টিপ করলো যেই,
ঘুরে ঘুরে উড়লো দূরে
একটিও কাক নেই।

অভিমানী

আমার পুতুল মেয়ে শ্বশুর ঘরে
অভিমানী আজ সে,
সবার সঙ্গে মিলছে মিশছে
করছে নানান কাজ সে।
বাবাকে ভুলতে চাস পুতুল তুই
মানি না কথা সত্যি,
বুকের মাঝে ঘুমিয়ে যেতিস
ছিলিস যে একরত্তি!
হাঁটু মুড়ে মেঝেয় শুয়ে
সেদিন হতাম ঘোড়া,
খিলখিলিয়ে হ্যাট্ হ্যাট্ ঘোড়া,
ছুটতাম ঘর জোড়া।
রান্না ফেলে মা তোর এলে
হি হি হি হেসে
সে সব দিন বেশ কাটতো
তোদের ভালোবেসে।

তোর মা যেদিন রোগের ডাকে
সেদিন তুই তুপ,
কান্নাভেজা অভিমানী
তোর সে বিশ্বরূপ!
বছর কুড়ির পুতুল মেয়ে
এলিনা আর বুকে,
আমি তোর পরম শত্রু
ভাবটি চোখে মুখে।

তোর পছন্দের ছেলের সঙ্গে
বিয়ে দিলাম তোকে,
তোর প্রসঙ্গে নীরব কেন
প্রশ্ন তোলে লোকে।

BANGLADARSHAN.COM

সমাজের ইতিহাস

শুনে যাই অভিমান, ‘বই কিনে পড়ি না!’
বানাতে যে টাকা লাগে দান তাই করি না!
এমনিতে বই দেন শ্রী ঘোষ প্রফেসার,
সেই বই পড়ে কেউ অভিমত দেয় তাঁর।
তাঁর বইয়ে লেখা থাকে অজানা বহু তথ্য,
পড়ে না যে পায় না সে বাঁচবার পথ্য।
বই তাঁর সঙ্গী সুবাচিত চন্দন,
বইদানে তিনি পান হৃদয়ের স্পন্দন
কারো কারো বই তিনি সযতনে করে দেন,
অনেকের লেখা বই খুঁটিয়েই পড়ে নেন;
বই পড়ে জেনেছেন সমাজের ধারাকে,
সমাজের বন্ধুকে-শত্রু বা কারা-কে?
ব্রত তাঁর সত্য শুধু মানুষের পাশে থাকা,
ভুল দোষ ক্ষমা করে গুণ মনে রাখা।
শ্রম করে বহু টাকা প্রেসে দেন আগে
সামাজিক ইতিহাসে টাকা শ্রম লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

পেলুরাম ডাক্তার

ডাকনাম আছে তার নামডাক নেই,
চালভাজা আর মুড়ি দুই নামে সেই;
ধান ভেজে খই হয় খই গুড়ে মুড়কি,
ইঁট ভেঙে গুঁড়ো করে মজুরেরা সুরকি।
সুরকিতে ঘর বাড়ি পথ ঘাট তৈরী,
মুড়কিতে চিঁড়ে দই লঙ্কাটি বৈরী।
ডাকনাম পেলু তার প্রহ্লাদ সরকার;
মেডিসিনে স্পেশালিস্ট রোগ হলে দরকার।
প্রয়োজনে ডাকে লোকে পসার না থাক তার,
হাতযশ নেই তার পেলুরাম ডাক্তার।

BANGLADARSHAN.COM

ত্রিশ বছর পর

ছেলেবেলার খেলার সাথী তেঁতুলগাছটি নেই,
আমবাগানটি হারিয়ে গেছে বাঁশের সারিতেই।
ত্রিশ বছর পরে ফিরি শ্বশুরবাড়ি থেকে,
পাঠশালার-ই বন্ধু আনে ছেলের বিয়েয় ডেকে,
দাস পাড়ার একই বাড়ির তিন ছেলে দেয় শিক্ষা,
পাকাবাড়ি ফুলের বাহার নান্দনিক দীক্ষা!
দাসের ছেলে ঢাক বাজায় না, মানুষ গড়ে আজ,
পথ-ঘাট-মাঠ বদলে মানুষ গ্রামের নতুন সাজ!
বামুন-ছেলে মূর্তি বানায় নিজেই পুজো করে,
জন্মগত বর্ণগত কাজের বিভাগ সরে।
স্বচ্ছ-সবুজ গঙ্গা নদীর আর মাঝে নেই চড়া,
জল ছিটিয়ে সাঁতার স্নানে তেমনি স্নেহ ভরা!
হারিয়ে গেছে তেঁতুল গাছ, শপিং মল সেথায়,
রকমারী জিনিসপত্র কিনছে কতই ক্রেতায়!

BANGLADARSHAN.COM

ব্যথায় ভরে

পাখি তুই এতো জানিস কেমন করে?
সুযোগ পেলেই জ্ঞানের কথা শোনাস ধরে!
তোর ভাষা তো মানুষেরা বুঝতে নারে,
সন্ধে দুপুর ভোরেও শোনাস বারে বারে।
ভালোবাসতে বললি সকল মানুষজনে,
মানবো কথা শোন তবে তুই সঙ্গোপনে,
বন্ধু যখন আড়াল হলে নিন্দে করে,
সে-সব কথা শুনলে যে মন ব্যথায় ভরে!

BANGLADARSHAN.COM

পরিবার

আজকাল কাকাকে খুড়ো কেউ ডাকে না,
কোনো কোনো বাড়িতে দুই ভাই থাকে না।
জ্যেঠু-কাকা, মাসি-পিসি, পাড়াতুতো পরিজন,
বাড়ি-বাড়ি ভরে নেই দুই ভাই দুই বোন!
ছয় পিসি পাঁচ মাসি আজ সব গল্প
ছোটো ছোটো পরিবার আত্মীয় অল্প।
মামাবাড়ি আছে বটে, কোথাও বা মামা নেই,
ভ্রমণেতে যাওয়া আছে দাদু-দিদা থাকাতেই।
খেলাধূলা কমে গেছে সেলফোন সকলের,
ঘরে বসে খোঁজ নিই বিনাশ্রম ধকলের!
আজকের পরিবার এভাবেই চলছে,
মন্দ বলছে ওরা, কেউ ভালো বলছে।
বাবা-মা আর আমি বড় জোর এক বোন,
ফ্ল্যাটবাড়ি সুন্দর পরিপাটি সযতন!
কল্প স্বস্তি সুখ আনে খোলা বাতায়ন,
বউ এলে ভাঙে কভু শান্তির রসায়ণ।
একা একা মান পেয়ে আজকের সন্তান,
বিনিময় শেখেই নি বড় বেশী অভিমান।
মানাতে পারে না বলে পরিবার ভাঙে যেই
ঠাকুর-দা ঠাকুরমা দূরে শিশু ফ্ল্যাটে একা সেই।
বাবা-মা কাজে গেলে সন্তান বড় একা,
নিজস্ব জগতে শুধু নিজের ভালোটি শেখা।

BANGLADARSHAN.COM

সে এবং.....

কেউ যাঁকে বই দিয়ে খুশীমনে ছবি তোলে,
সে তাঁকে বই দিলে দাম নিতে নাহি ভোলে।
নীতি তার এই বই তৈরীতে লাগে টাকা,
মূল্য না পেলে সে বইয়ের কী বেঁচে থাকা!

আজকাল সাধারণে বই-টই কেনে না,
সেলফোনে যত চেনে পরিজনে চেনে না!
গুণিজনে মঞ্চে করেন বই হাতে গুণগান,
বই তাঁরা কেনেন না দান পেলে নিয়ে যান।
হাতে হাতে বই দিয়ে সে টাকা চাইতেই,
সুবক্তা জানালেন–টাকা? সে তো কাছে নেই।

BANGLADARSHAN.COM

সুখ কোথায়

স্বামী আর স্ত্রী মিলে খুনসুটি চলছে,
একজন আর জনের সব ভুল বলছে।
ত্রিশবছর পাশাপাশি রেষারেষি আজ ভাই,
অবসরে দুজনেই কাজ আছে বল নাই।
কষ্টেশিষ্টে চলে শরীরকে চালনা,
হাঁটু ব্যথা উভয়ের শরীরটা ভালো না!
কাজ বেশী কে করে সেবা করে কার বেশী
এই নিয়ে বচসায় চুল চেরে এলোকেশী।
ভুঁড়িমোটা মধুসূদন খেতে খুব ভালোবাসে,
দু-এক ফোড়ন কেটে ফুলোগালে মিঠি হাসে।
দু'জনের সংসারে বুড়োবুড়ি দুয়ে একা
রোজ শ্রম করলেও সুখের পায় না দেখা!

BANGLADARSHAN.COM

আছেন, থাকবেন

সত্যিকথা বলেন আজও অনেক দিদি-দাদা,
মিথ্যে তাঁরা বলেন না আসুক যতই বাধা!
জানেন সত্যি প্রকাশ হবেই মিথ্যে যাবে ঢেকে,
চলাও তাঁদের সহজ-সরল মুখোশ মুখের থেকে,
যাঁরা ফাঁকি দিয়ে সুযোগ নিয়ে এড়িয়ে তাঁদের চলে,
বুঝেও তাঁরা নীরব থাকেন, দুরাত্মাদের ছলে।
মুখোশধারী দুরাত্মারা ভাবে তাঁদের বোকা,
নিজের কাছে সত্যে অটল তারা যে একরোখা।
এমন দিদি-দাদারা আছেন বলেই আজও,
হিংসা-দ্বেষ মুছে-হচ্ছে অনেক ভালো কাজও।

BANGLADARSHAN.COM

যদৃষ্টং

সমাজটাতে থাকছি দেখছি বুঝছি মন্দ-ভালো,
স্বার্থপর-পরার্থপর মিশে কোথাও অগোছালো।
স্বার্থপরের কান্ড প্রকাশ খবরে রোজ দেখা,
বন্ধুবিনে সুস্থজনে থাকে কি কেউ একা?

সার বুঝেছি, সবাই আগে নিজের ভালো খোঁজে,
টপকে যাবার সহজ রাস্তা কোন্‌টি সঠিক বোঝে!
চালাকি দিয়েই সকলেই করতে চায় মাত
চলার পথে ধাক্কা খেলেই বাঁধতে সংঘাত!
বোকা মানুষের শ্রমে তৈরী চালাকের রাজপথ,
সেই পথেতেই পূর্ণ করে চতুর মন-রথ!

BANGLADARSHAN.COM

স্রষ্টা

প্রতিবেশী ‘স্লিম’ হাসি নিজ সুখ বলছে,
তার দাসী মোটা বউ নিজমনে জ্বলছে।
হীরে, শাড়ি, আলমারি, এলো সব একমাসে,
ফোলা ফাঁপা ব্যবসায় তৃপ্তিতে ‘স্লিম’ হাসে।
ঘরে ফিরে চায় হীরে মোটা বৌ স্বামীকে,
স্বামী তার জানালো, ‘তাঁর কাছে আমি কে?’
টাকা হাতে পাই যা তোমাকেই দিই সব,
নিজে করি জমিচাষ মিছে কর কলরব!
ব্যবসায়ী বড়লোক সাথে নয় তুলনা,
অন্ন যোগাই ওদের কথাটিও ভুল না।
সৎ পথে খেটে খাই আমরা সবাজসেবী,
মানুষকে আমরাই বানাই যে দেব-দেবী।

BANGLADARSHAN.COM

মনের মিলে

পাশে থাকা শক্ত তাদের প্রতিশ্রুতি তবুও দেয়,
দায়িত্বে রাজী কথার কথায় পদটি দখল করেই নেয়।
কুঁড়ের বাদশা অষ্টরম্ভা কাজ করতেই চায় না,
প্রকৃত যাঁরা কর্মী তারা অবসর কোথাও পায় না।
কাজের মাঝেই মানুষ বাঁচে চরম সত্যি এটা,
ফাঁকি দিয়ে কখনো কেউ হয়নি কেউ কেটা।
কেউবা আছে কাজ-পাগলা লোকের চোখে কাজী,
কাজ করিয়ে তাকেও কেউ আড়ালে কয় পাজী!
এ সব বাপু চলছে চলবে মাথা ঘামাই না,
সমালোচনা শুনেও তাদের কেউ তো থামাই না।
কারও কেবল ছড়ায় ছড়ায় জীবন খুঁজে পাওয়া,
বন্ধুজনে ভালোবেসে সত্যি ভালোই চাওয়া।
মতের বিরোধ ছিল, আছে, মনটি থাক সাদা,
মনের মিলে কাটে কাজের সকল রমন বাধা।

BANGLADARSHAN.COM

বার্তা

পাখি বলে-ওঠো, জাগো,
হলো যে প্রভাত!
হেসে হেসে ফুল কয়
হাসো দিন রাত।
গাছ বলে—কাজ করো
বল পাবে পেশী;
বাবা-মাকে ভালোবাসো
আর প্রতিবেশী।

আমরা স্বাধীন

সুখে দুখে পাশে থেকো
কুৎসা কারো রটিয়ো না,
কাজের মাঝে বাঁচে মানুষ
কোনো কাজই ছোটো না;
মনকে বোঝাই হাজার এ-সব
সব মন তো বোঝে না,
অন্যজনের দোষ খোঁজে সে
গুণ কেন যে খোঁজে না!
তবে কি মন সত্যি সত্যি
নিজের ভালো বোঝে না?
দেখে সাধ মেটেনা মাছের
তাই বুঝি চোখ বোজে না,
দেব-দেবীরাও চেয়েই থাকেন,
দেখেও তো দোষ দেখেন না,
পিতা-মাতা সবার তাঁরা
ক্ষমায় দূরে রাখেন না।

সত্য-ন্যায়ের নীতিতে চলি
মিথ্যে কথা কই না,
পীড়ন-অত্যাচার, অপমান
মুখ বুঁজে সে-ও সই না।

মন্দ আছে ভালোও আছে
আইন আছে পাশে,
অধিকার, কর্তব্য নিয়ে
বাঁচছি অনায়াসে!

BANGLADARSHAN.COM

হর্ষমুখর

ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভোলায় সকল কাজে,
তুমি আসো তোলপাড়িয়ে বুকের মাঝে,
পাইনে সত্যি আজ তোমাকে তেমন করে
পেতাম যেমন ফুল তোলা নেই শিশির ভোরে!
শিউলি গাছ নাড়িয়ে যেই দিতাম ঠেলে,
সুবাস বেয়ে আসতে পরীর ডানা মেলে।
জ্যৈষ্ঠ ঝড়ে আমের ছায়ায় গ্রাম বঙ্গে
বকুল ফুলের মালা গাঁথা জুঁয়ের সঙ্গে
ভর দুপুরে বৃষ্টি পড়লে ভিজেই স্নান
তোমার জন্যে কেবলই মন করে আনচান!
পৌষ পার্বণে পুজোর দিনে গানের খেলায়,
রঙিন চুড়ি নাগরদোলা গাজন মেলায়!
স্কুলে সুরে সহজপাঠ নামতা পড়া,
পুতুল বিয়ে হলুদ দিয়ে মাটির সড়া।
নবান্ন-ইতু বার-ব্রত মহৎসবে
সন্ধে ভোরে হই হুল্লোড় কলরবে!
তোমাকে পাই পুজোর ঘটে প্রতিমা পটে
সবুজ ধানে কাশের বনে নদীর তটে।
নদীর ঢেউয়ে পাখির ডাকে মাছের খেলায়,
এই আমি সেই চড়তে চাই গাঙের ভেলায়!
ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তোমায় অনুভবি,
তোমার খোঁজেই আঁখি দেখে প্রভাত রবি!
তুমি আমার হাসি-খুশি মেয়েবেলা,
হারিয়ে যাওয়া হর্ষমুখর নৃত্য খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতার খোঁজে

নতুন কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে,
পুরনো দিনের কথার মালা দিয়ে,
গোল্লাছুট, চু-কিত্ কিত্, হিচাকদারী
বৃষ্টি দিনে ঘরের কোনে পুতুল বিয়ে।
পুতুল বর চেয়ারে বসে হাসিমুখে
পুতুল-বৌ ব্যস্ত কাজের তাড়া,
মুখে-হাতে বল-ভরসা, ছিলাম আমি
ব-কলমে চলতো সর্বকর্ম সারা।
বিস্কুটের লুচি লজেন্সের পানতুয়া
পরিবেশন দিদি-দিদা-দাদায়
পুতুল মেয়ের খাঁচার কাকাতুয়া
সুরে সুরে ডাকতো কৃষ্ণ রাধায়।
BANGLADARSHAN.COM
শ্রাবণ মাসে পুতুল ঘরে ঝুলন
পাহাড়, পুকুর, গাছ-গাছালি, গাড়ি
রাধাকৃষ্ণ দুলতো ঝুলন দোলায়
ঠামী বলতো–'সুন্দর বেশ ভারি!'
এ সব আমার মেয়ে বেলার কথা
সে সব আজ পেরিয়ে পৌঢ়ে এসে,
দেখে শিখে নিত্য অভিযোজন
চেষ্টা বাঁচতে কবিতা ভালোবেসে।
কবিতা-ছড়া সহজে দেয় না ধরা
মন-সাগরে ভাবনার ঢেউ রাশি,
সাগর পাড়ি–পোষাক খাদ্য অন্য
ভিন্ন ভাষায় একই কান্না হাসি!

মনে পড়ে

আমরা দুজন সাতশো স্কোয়ার ফিটে,
আটকে রাখি জীবনের হাসি কান্না;
আমাদের কথা শোনে ঘর দোর ইঁটে
স্মৃতির কৌটে রাখা হীরে চুনী পান্না!

প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেপে কথা
চলছি আজ আধুনিকতার চালে,
প্রবাসী ছেলের বিচ্ছেদে নীরবতা
দুঃখ যেন জানি না কোনো কালে!
অভিনয়ে চলি, ভুলিনি ছোট্ট গাঁয়ে,
নদীর জলে ডুব সাঁতারে চলা,
গরমকালে জাম-জামরুল ছায়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ বলা।

BANGLADARSHAN.COM

আমাদের খিল গোয়াল ভরতি গরু
শ্যামলী, ধবলী, ভদ্রা, লালী গাই,
আম-কাঁঠালে জোড়িয়ে লতানো তরু
ফুলে-ফলে খুশীর সীমা নাই।

গ্রামবাসীদের আদর আপ্যায়ণে
নবান্ন-ইতু-পিঠে তালের বড়া,
খেলার সাথী পাড়াতুতো ভাই বোনে
সুরে সুরে নামতা ছড়া পড়া।

মনে পড়ে, বকুল গঙ্গাজলে
ছোট্ট বেলার পুতুল খেলার সোই
মন কতবার তাঁদের কথা বলে
উপরে উঠতে ধরলো যাঁরা মই!

ছড়া তোকেই

আমার ছড়া রান্না ঘরে রান্না করে,
ডাঁসা পাকা পেয়ারা পাড়ে গাছে চড়ে,
ভোরের পাখির গান শুনতে ভালোবাসে,
মানুষের পাশে দুঃখে সুখে কাঁদে হাসে।
দুঃখীজনের সঙ্গে চলে গুটিগুটি
ন্যায়-অন্যায় প্রতিবাদে বজ্রমুঠি।

ছড়া আমার নীল আকাশে পেঁজা তুলো,
রান্নাঘরে গরম লুচি ফুলো ফুলো,
আমার ছড়া গরমকালে জলের জালা
নববধূর অনেক হারের রত্নমালা।

বর্ষাকালে আমার ছড়া তালের বড়া,
শরৎভোরে শিশির ভেজা শিউলি ঝড়া।
হেমন্তে বেগুনী-হলুদ দো-পাটি ফুল
শীতের রোদে রাঙাবৌয়ের স্নান-এলোচুল–
বসন্ততে রঙের দোলায় রাঙা পলাশ–
ছড়া তোকেই ভালোবাসি কেবল বলাস!

BANGLADARSHAN.COM

রক্ষক

শিউলি গাছে মিলিয়ে গা মাথা দোলায় তক্ষক,
সবুজ পাতা পোকা-মাকড় আঁশ নিরামিশ ভক্ষক।
পাখির বাসায় বাড়িয়ে মুখটি,
ডিম ঠোকরায় সর্বভুকটি,
জীব-জন্তু মারিনা জানি প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষক।

যদি ফোটে

ঠাকুরদাদার ছবি ছিল না ঘরে,
শো-কেশেতে চশমা-ঘড়ি রাখা;
ঠাকুরমায়ের কোলে বাবা ছোটো
দু-হাত তুলে খেলছে নিয়ে পাখা!
ছবিতে বাবা যেন ভাই,
ঠাকুরমা, বাবা কেউ তো আজ নাই।
আমরা থাকি দানাল কোঠা ঘরে
মা আমি দাদা পিসি ভাই।

ঠাকুরঘরে কাঁদে যখন মা,
ঘরের দোরেই রান্নাবাটি খেলি;
ভাই নিয়ে যায় পুতুলগুলো ছাতে
দাদা দেয় মায়ের হাতে বেলি।

BANGLADARSHAN.COM

শোবার ঘরে বিশাল বড়ো খাট,
বিন্দি পিসি শোনান পুরাণ গল্প
বিন্দিপিসির রান্না-আচার স্বাদের
লিখতে পড়তে জানেন অল্পসল্প।

বিন্দিপিসি ঠাকুরদাদার মেয়ে
আমার যেন ঠাকুরমা লাগে তাঁকে,
‘রাঙাবৌ’ মা-কে ডাকেন পিসি
মা-তাঁকে বড়দিভাই ডাকে।
ঠাকুরদাদার চশমা ঝেড়ে মুছে
পিসির চোখ চিকচিকিয়ে ওঠে,
বিড়বিড়িয়ে বলেন পিসি নিজেই
দুখের কুঁড়ি ফুল হয়ে বুঝি ফোটে!
সুর মিলিয়ে মা পিসিকে বলেন,–
সুখের দিন কি শনশনিয়ে ছোটে?
সুখের কুঁড়ি ফুল হয়ে যদি ফোটে!

যুঝি

ভাল্লাগে না নীতিকথা মূল্যবোধে আড়ি,
নিন্দাচর্চা পেলে তবু সময় দিতে পারি,
পদের লোভে ঘুরে মরি,
কাজকে আমি বেজায় ডরি,
বাহানা আর অজুহাত অস্ত্রের কারবারি।

ফাঁকি দিয়ে কথার ছলে পরকে আপন করা,
ছল-চাতুরির শিরোমণি পড়ছি না-তো ধরা,
অভিনয়ে ভীষণ পাকা,
সবার প্রিয় হয়ে থাকা,
টাকার অহংকারে দেখি ধরাকে আজ সরা।

ক্ষমা করেন আপনগুণে যে জন গুণীমানি,
জেনে বুঝে নিত্যদিন কাছেতে নেন টানি,
ভালোবাসায় তোষেন তবু,
প্রয়োজনে লাগবে কভু
কুটিল-জটিল সহজ-সরল মিশ্র হৃদয়খানি।

সৎ-অসৎ, মন্দ-ভালোর তফাৎটা বেশ বুঝি,
বোকা-সোকা মানুষদের বন্ধু পেতে খুঁজি,
প্রয়োজনে মিথ্যে মেকী,
বুদ্ধি ধরে সবাই দেখি,
সত্যপ্রীয় নীতিবাগীশ ভদ্রজনে যুঝি।

BANGLADARSHAN.COM

বহুরূপে মানুষ

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে,
কেউ বন্ধু হয়ে পাশে আসে,
মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে,
উন্মত্ত ঈর্ষায় ভয়ে ডরে,
ক্রোধে চিৎকারে কাঁদে-হাসে।

BANGLADARSHAN.COM

সাধন চাই

কবিতা ছড়ায় বৃথাই শ্রম
ব্যঞ্জনা নেই ভাষার দম
কবিতাতে নেই হাস্যরস
করুণ অশ্রু টস্ টস্!
সময় নষ্ট দিনকে দিন,
বাজে খরচে হচ্ছে ঋণ।
প্রেসের কর্মী প্রুফ রিডার
দুই পাঠকে চলেনা আর!
সাহিত্যরসের বাঁধন নাই,
লিখতে গেলে সাধন চাই।

পুরস্কার

ছড়ার আসর সাহিত্য বাসর
চলেন দাদা দুলে,
নতুন নতুন লেখক খুঁজে
মঞ্চে ধরেন তুলে।
অনুদান যার অঙ্কে ভার
ভাষা ছুটুক পগার পাড়;
সংবর্ধনা-মানপত্র
জোটে অনেক পুরস্কার।

BANGLADARSHAN.COM

আনন্দিত কৃষক

ধানের ফলন ভালো কৃষক বাঁধলো মড়াই,
খুশীর দোলায় কৃষক-বৌ করে চাষের বড়াই,
ঘরে অভাব রয় না
বৌয়ের গায়ে গয়না,
ধান সিদ্ধের জন্যে আনে রুপোর কড়াই।

সুস্থতার উপায়

সময় নেই রান্না করার
পিঠে, তালের বড়া
কুটুম-তালি বই পড়া বাদ
ফেসবুকে ছড়া গড়া।
ইষ্টমন্ত্র জপ করি আজ
বিপদ-ভয়ে টলে,
সন্ধ্যাদীপ শাঁখ ধূপ বাদ
বিজ্‌লি বাতি জ্বলে।

সু-কু সংস্কারের
মুছেছি সব বালাই,
‘হোম ডেলিভারি’ খাবার খেয়ে
আনন্দে দিন চালাই।
ব্যস্ত থাকি দিন রাত্তির
নিজের মতন চলি,
এড়িয়ে চলতে ঝুট ঝামেলা
অনৃত কথাও বলি।
যন্ত্রণাতে কাতর শরীর
কু-মন্ত্রণার ধন
সার বুঝেছি, প্রাণায়ামে
সুস্থ শরীর মন।

BANGLADARSHAN.COM

চোর বন্ধু

বেশ করেছি খুব করেছি
কবিতা চুরি করে,
এদিক শব্দ ওদিক দিয়ে
খাতায় কলম ধরে।

‘প্রেম’ কবিতা এখন আমার
‘ভ্যালেনটাইন’ নাম,
ডানের শব্দ বুদ্ধি করে
সরিয়ে দিয়ে বাম!

ভুল করেছি ছড়া-আসরে
তোমার সামনে পড়ে,
নইলে সাধ্য ছিল কারও
আমাকে চোর ধরে?

BANGLADARSHAN.COM

লেখাচুরি নতুন তো নয়
কোথাও কোথাও চলে,
গুণিজনে শোনেন কি-না
পরীক্ষা নিই ছলে!

মুখটি আমার কাঁচুমাচু
ভাবছো তুমি বুঝি
ছন্দ অন্ত্যমিলে নতুন
গড়বে ছড়া খুঁজি।

লেখক দিদি বলো এবার
চোর বন্ধু কি-না!
গালের হাত নামিয়ে এখন
কলম ধরো মীনা।

সুপরিচিত

দোষ দেখি না তোমার দাদা দোষ দেখিনা কারো,
যুগের হাওয়ায় মানুষ নিয়ে চলতে সঠিক পারো,
যশ-প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে লক্ষ সাহিত্য-সিঁড়ি ধরে,
বহু জনের ভাবনা জড়ো এক মলাটে করে,
পুরস্কারে আনন্দ দাও নতুন লেখক তার-ও

শংসা পরিচিতির লোভে ছুটছে কলমধারী,
অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী ভাষা অহংকারী,
বিস্ময় এক প্রতিভাটির পেয়েছিলাম দেখা,
লজ্জা-বিনয়-মেধার গুণে একঘরে আজ একা!
তোষামোদে তেলিয়ে চলতে শেখেন নি যে তিনি,
সহযোগিতা করেন যাঁদের বিনয়ে-নিজেই ঋণী,
পুরস্কার পেতে বইপত্তর জমা দিতেই যান না,
সাহিত্যে গভীর দখল তবু পুরস্কার তাই পান না!
কলমধারী বাক্যে ভারী লেখকে দেশ ভ'রে
বই না পড়ে ঠিক-বেঠিকে চিনবে কেমন করে?

BANGLADARSHAN.COM

খরচা

সহজ কথা নিজের ভাষায় লিখতে হয়তো পারি,
ব্যঙ্গ কথা বক্র ভাষায় বলতে লিখতে নারি;
কথা বলতে নেই যে মানা, থাকি তবু চুপ,
খাতায় পেনে লিখে লিখে জড়ো করি স্তূপ।
ছাপিয়ে সে-সব বই করলে খরচা পড়ে ভারি।

যায় না ধরা ছোঁয়া

এক বাড়িতে সহবাস
চলে কেবল দীর্ঘশ্বাস
কেউ কারোকে সয় না
মনের কথা কয় না,
খুনসুটি বারোমাস।

চুমুটুমু খায় না
ছেড়ে টেড়ে যায় না
গাঁট-ছড়া বেঁধে বিয়ে
এনেছে সঙ্গে নিয়ে
বিচ্ছেদ চায় না।

বৃষ্টি বাদল সন্ধ্যায়
স্ত্রী-রূপু গান গায়
স্বামী সুপু দূরে
একা একাই ঘুরে
অজানা ঠিকানায়।

শীতের রোদ দুপুরে
নিক্কনে নূপুরে
কমলালেবু হাতে
রূপু যায় ছাতে
জাগায় স্বামী সুপুরে।

হাতে লেবুর কোয়া
সুপু ছাড়ায় রোঁয়া
যেথা ঘুঁড়ি উড়ে
সেথা দেখে দূরে,
যায় না ধরা ছোঁয়া।

BANGLADARSHAN.COM

সার কথা

সাহিত্যরস পাঠকের একাকী নিভৃতে
উপলব্ধ নতুন শব্দ;
আসরে ছুটে ছুটে হই নিতান্তই ক্লান্ত,
শরীরে ও মনে জব্দ!
মাঝেমধ্যে পরিচিতির প্রয়োজন বুঝে
বুঝে পরিবেশের উপযোগিতা,
সেখানে না যাওয়াই শ্রেয় যেখানে
কবির মর্যাদা উপেক্ষিতা!
এ-ও এক আরো চাই এর নেশা,
মানপত্র স্মারক সম্মান,
দায়িত্ব নিয়ে বানান যে সাংস্কৃতিক সংস্থা
খরচের জন্য চান অনুদান।
বাস্তবে, জগৎ-শরীর সব ছেড়ে যেতে হয় সত্যি
কোথায় সম্মান টাকা?
ছুটোছুটি মন-কষাকষি বৃথাই
বিরাট শূন্য সব ফাঁকা!
সাহিত্যরস আস্বাদন না করার আফশোষে
যেন চলে যেতে না হয়।
সারাদিনে নিজের সঙ্গে কাটে যেন
সবার কিছুটা সময়।
সাহিত্য ও জীবন মিলেমিশে
কত রসানুভূতি দানে,
লেখকের অভিজ্ঞতা পাঠেই–
পাঠক খোঁজে জীবনের মানে।

BANGLADARSHAN.COM

পরিণতি

হতাশা-জেদ মানবসমাজের টুঁটি টিপে ধরছে,
মন কষাকষির দাঙ্গায় পরিবারের সুখ-শান্তি সরছে,
হতাশা-জেদে ভাঙে প্রিয়মন,
সুস্থ মন সুচেতনা চাই অনুক্ষণ
অবসাদে ভুগে সারা দুনিয়া লড়েই শুধু মরছে।
ভালোথাকাটাই সব-সত্যেটি বিশ্ববরণ করছে।
ধ্যান যোগে রোজ জ্ঞানীগুণীজন
প্রকৃতির বুকে রণ কিছুক্ষণ,
শাস্ত্রবাণী অনুধ্যানী স্মরণে-মননে পড়ছে।

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মীতা

নারী পুরুষকে চালনা করলে নারী তখন ভক্ষিতা,
পুরুষ নারীকে রক্ষা করলে নারী তবে রক্ষিতা!
পুরুষের তোষামোদে পুরুষ হয় চামচা,
নারীর সেবায় নারী যুগে যুগে পায় খামচা,
জ্বালা যন্ত্রণা স'হে স্বামীর সেবায় থাকলেই বৌ-লক্ষ্মী-তা।

মন কেমনের দিন

আমার মন কেমনের দিনে কান পেতে চাই গাছে,
টুনটুনিরা ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ঝোপে আছে,
ছোটো ছোটো পাখিগুলি পিক্ পিক্ পিক্ দুলে,
প্রজাপতি রঙিন পাখায় উড়ছে ঝোঁপের ফুলে,
দুঃখ-ব্যথা লীন হয়ে যায় গাছের খুশির নাচে!

BANGLADARSHAN.COM

শোক

যখন বন্ধু পাশে হাসে না,
গল্প গান লেখা আসে না,
বুকে পাষাণ ভার,
ভাল্লাগে না আর,
মনের শোক জড়ায় সারা গা!
চলবার শক্তি হারায় পা।

যে-যার

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই মনটি ভীষণ ভার,
যাকে প্রিয় বন্ধু ভাবি, সে নয় বন্ধু আর!
বই পড়ে সব জানাই যাকে,
মনের কথা শোনাই তাকে,
মনের ঝড় জানান দিল, জগতে যে যার!

BANGLADARSHAN.COM

অবশেষে

রঙ্গলালের সঙ্গ ছাড়া চলতে নারি বঙ্গ,
পড়ে গিয়ে লঙ্গ হলাম চোটে হাঁটু ভঙ্গ।
তোরঙ্গে ভরে জামা-কাপড়
শাস্ত্র পুঁথি তাঁবড় তাঁবড়
আশ্রম মঠে ঘুরে ঘুরে করি সাধু সঙ্গ!
বঙ্গ-বাসী ব্যঙ্গ করলে রাগে জ্বলে অঙ্গ!

বাজিমাত

পরিপাটি সাজগোজে ত্রিংশতি কন্যা,
বাসে বোসে ভিক্ষায় অভিনব গণ্যা,
দশ-বিশ নোট চায় বোসে হাত বাড়িয়ে
তড়ি-ঘড়ি মানিব্যাগ খোঁজে লোকে দাঁড়িয়ে,
সুন্দরী মহিলা চাইছে কেন যে টাকা,
সে প্রশ্ন না করেই টাকা দিয়ে চেয়ে থাকা!
বাসের ভিতরে আর জানালার বাইরে,
চলতি পথ যাত্রীদের টাকা যাচে ভাইরে।
নিমেষে তড়ি ঘড়ি টাকা দিয়ে আফশোষ,
করছে যাত্রী যারা দেবে আর কার দোষ?
কন্যা কেবলই বলে বাড়িয়েই নিজ হাত,
দশ-কুড়ির নোট হবে? তাইতেই বাজিমাত!
বোকা বনে টাকা দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ দেখে যারা
অভিনব ভিক্ষার শিক্ষায় ভেবে সারা!

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুতা

সব স্থানেতেই শিল্প আছে
শিল্পী নেয় সে খুঁজে,
চরণ-যুগল ফেলতে হয়
রাস্তা কেমন বুঝে।
বন্ধু যদি দূরে সরে
মরতে চেও না,
অপরিচিতের হাত সহজে
ধরতে যেও না।
কোমল-উদার স্বভাব-মনে
বন্ধু বাড়ায় হাত,
সেবায়-দানে মানবতায়
বন্ধুতা এক জাত।

BANGLADARSHAN.COM

অপবাদ

শান্ত ভদ্র এক আছে গৃহবধূ
ধব্‌ধবে ফর্সা মুখে ঝরে মধু,
কর্মঠ, কুঁড়ে নয় ছড়া লেখে শখে,
ঝগড়াটে নয় বটে মুখে বকবকে!
কোনো কাজ পারবো না বলে না কভু
গুণহীন অপবাদ দেয় লোকে তবু।

টাকার শোকে

পড়া শোনার ধার ধারেন না লেখক শ্রীমান দত্ত,
খাতা-কলম হাতে রাতে ‘নভেল’ লেখায় মত্ত!
সেই রচনা ধারে কিনে
অস্বীকৃত পাঠক ঋণে,
টাকার শোকে দত্তবাবুর হৃদয় ফুঁড়ে গর্ত।

ঠেকে শেখা

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের আমি দোষ দেখিনা আড়ালে নিন্দে করলে;
মুখোশ ভালোবাসায় তবু বন্ধু হাতটি ধরলে;
ক্ষণেকের তরে এক সুরে গাওয়া,
অভিনয় হোক সেও জানি পাওয়া,
জ্ঞান হয় দুই নায়ে পা-দিয়ে আছড়ে জলে পড়লে!

মন-মুখে ভিন্ন

আমি তোকে অন্য চোখে দেখি, তুই আমার জেলার মেয়ে,
ভালোবাসার মধুর ভাষার পরশ সেদিন পেয়ে
বুঝিনি সে নকল কথায়,
আড়ালে ব্যঙ্গে নৃত্যরতায়,
মন-মুখের তফাৎ দেখে তাজ্জবে চোখ চেয়ে।

ভাগ্যবানের বউ মরে

বউ মরেছে শ্রী রায়ের, দত্তবাবুর ভায়রাভায়ের,
দত্তবাবু পাত্রী খোঁজেন ফর্সা মেয়ে দিদির জায়ের।
জানান–ভাগ্যবানের বউ মরে,
বর পণ ফের আসে ঘরে,
শান্তস্বরে শ্রীরায় কহেন, সেবা যত্ন চাইতো মায়ের।

BANGLADARSHAN.COM

বকুল ফুল

প্রকাশ করবে মেয়ে লেখা ঠিকানা নেই জানা,
বাড়িয়ে দেওয়া হাতটি ধরে আহ্লাদে আটখানা!
এ সংস্থা ও সংস্থা সঙ্গে নিয়ে ঘুরি,
নতুন জগৎ পেয়ে মেয়ের বাড়লো জারি জুরি।
মঞ্চে মঞ্চে ডাক আসতেই নতুন দেশে পাড়ি।
নীরব ভাষায় আমার সঙ্গে করল কবে আড়ি!
আজ-ও তার ভালো চাই বুঝতে করে ভুল,
আঁটপুরেতে পাতিয়েছিলাম আমরা বকুল ফুল।

আধুনিক কবিতা

আধুনিক কবিতা পড়ে বুঝি না–যে কিচ্ছু,
জ্ঞানীগুণী কবি হতে ভেক ধরেছে বিচ্ছু,
কঠিন কঠিন শব্দ খুঁজে,
খাতায় সাজায় দুচোখ বুঁজে,
না-বুঝেও পুরস্কার জোটে, অনুরাগী ছোটে পিচ্ছু।

দর্শনের স্যার বলেছিলেন, যা খুশি তাই লিখে
মাঝেরলেখা রেখে সব বাদ দাও দুই দিকে,
আধুনিক কবিতা এই নিয়মে হয়!
না-বোঝবার কারণ অবগত নিশ্চয়!
ওঁরা তবে কবিতা লেখেন এই নিয়মটি শিখে!

BANGLADARSHAN.COM

পঞ্চপদীর নিয়ম

প্রথম লাইনের অন্তে থাকে যদি কয়লা
দ্বিতীয় লাইনের অন্তে হতে পারে পয়লা,
তৃতীয় লাইনের শেষ শব্দ যদি হয় স্বল্প,
চতুর্থের অন্তে গল্প বা কল্প,
পঞ্চমের অন্ত্যমিল প্রথম-দ্বিতীয় মিলে ময়লা।

স্বল্পে তুষ্ট

খাওয়া পরা বাসস্থানের অভাব যাদের নাই,
দিন-রাত্তির ‘আর ও চাই’ লড়াই তাদের তাই,
খেয়োখেয়ি রেশারেশিতে প্রাণটি হলে নাশ,
টাকাকড়ি, বাড়ি-গাড়ি, ছেড়ে কোথায় বাস?
যা পেয়েছি তাই নিয়ে আজ তুষ্ট থাকি ভাই।

BANGLADARSHAN.COM

ওরা

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো
দুখের শেষে মস্তি,
আনন্দেতে কাজ করে ওরা
বাস শহরের বস্তি!
গান শোনে, হাসে নেশায় নাচে,
ভালোবাসাবাসির ধুমে,
খিধে-আছে, তৃষ্ণা আছে
আছে স্বপ্ন রাতের ঘুমে।

শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী

বউ পিটিয়ে ‘সুপার কিলার’ বউকে মারে যারা
কেমন করে মানুষ গড়ে আজ সমাজে তারা?
ছাত্র-ছাত্রীকেও মারে ধরে
রক্ত ঝরে কেউবা মরে।
‘মিড্ডে মিলে’র খাবার কেউ লুটেই করে সারা!

BANGLADARSHAN.COM

শাস্তি

কাম-ক্রোধ, হিংসা লোভ বন্ধুতা কোথায় ঠেকেছে!
প্রৌঢ়া মহিলার অত্যাচার দেখে গাছেরাও মুখ ঢেকেছে।
লোহার রড, বোতল ভাঙা, আরো কত কি?
নির্যাতনের বাহার দেখে পশুরা বলছে ছিঃ।
ধিক্ ধিক্ শতধিক লক্ষ কোটি ধিক্কার,
বর্বর দুষ্টদের চাই মান হুঁশের শিক্ষার।
নির্মম অমানবিকেরা মানুষ কেমন করে?
সভ্য সমাজের কলঙ্ক ওদের শাস্তি একঘরে।

হায়, হেতাল পারেখ!

হায়, হেতাল পারেখ–আইন দোষী করলো যারে,
ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হল তাই দুই হাজার চারে।
সতেরো সালে ছবি করেন অরিন্দম শীল
ছবি দেখে খুলল পুরানো জটিল খিল,
কান্নামাখা বোনের শরীর আজ যাতনা বোঝায় কারে?

BANGLADARSHAN.COM

মরণ-খেলা

খেলায় বাজী জীবন পণ,
সৃষ্টি করে দুষ্টকোন!
মহারাষ্ট্রের তরুণ ছেলে,
সাত-তলা থেকে ঝাঁপ খেলে
মনপ্রীত সিং-এর মৃত্যু হয়
ঘটনা করুণ দুঃখময়।
খেলা ছিল অনলাইনে,
দোষীর শাস্তি চাই আইনে।

বেলা বহে যায়

ফেসবুক হোয়াটস্ অ্যাপে আয় না, আয় না!
ছবি দেখা কথা-লেখা বন্ধুর বায়না।
যথাতথা চুপিসাড়ে,
‘লাইক’ ‘উইশ’ বারেবারে,
সময় নদী বহে যায় চলন্ত হায়না!

BANGLADARSHAN.COM

যুগের হাওয়া

এই যুগেতে সবার মুখে চলছে কথা কম,
স্মার্ট ফোনেতে চলছে কথা রাতদিন হরদম!
আঙুল ছুঁয়ে লিখছে কথা ‘লাউক-উইস’ পাঠায়,
পরিবারে থেকেও নেই সময় ফোনেই কাটায়।
যুগের হাওয়ায় মাতলো সবাই দাদা-দিদি-মাসি,
হোয়াটস্ অ্যাপে ‘ইমোটিকনস’এ আট-আশির হাসি।

অমনোযোগী

নিমপাতা পাড়তে নাতি কারিপাতা পাড়ল
এ-প্রজন্ম গাছ-গাছালি সঠিক চেনা ছাড়লো।
বিদ্যালয়ে পরিবেশ পাঠে পাতা চিনতে শেখায়,
আবশ্যিক পাঠের শেষে নাতি, এই পরিচয় দেখায়,
দু-দিন আগে পক্স রোগ তার নিমপাতাতেই সারলো।

BANGLADARSHAN.COM

লোকটি বলে

লোকটি বলে, “আমি তো বেশ আঁধার ঘরেই খাবার খাই,
হা-হা-হা মশা মাছি চুল ঝুল খাবারেতে কিছুই নাই।”
আমার পাশে রাতে আসে কুকুর-বেড়াল-ছাগল,
এসব শুনে ঠাওরাই লোক নির্ঘাত এক পাগল!
প্রতিবেশী ইশারায় কয়–‘যা ভাবছেন ঠিক তাই!’

মানুষের প্রকৃতি

মানুষ অস্তিত্ব রাখতে ভালোবাসে,
নিজের কর্মকান্ডে প্রচারে নিয়ে আসে,
ছোটে জ্ঞান-গুণ অর্জনের নেশায়,
অধিতবিদ্যা প্রকাশে আনন্দ পায়,
বাধা পেলেই কাঁদে, সুযোগেতে হাসে!

BANGLADARSHAN.COM

মায়াবী মোহে

মেয়েদের সুখের জন্য যুগ হতে যুগ লড়ছে,
‘মেয়েইঁট’ ভিতে পুঁতে পুরষ-ইমারত গড়ছে,
চিরকাল মেয়ে যে বরণীয়,
পুরুষ জাতির ঘরণী-ও
মেয়ের রূপ, মায়া-মোহে, লোভেও পুরষ মরছে।

ইস্তফা

ফেলে রাখা পদ পড়ে থাকে না রে ভাই,
পূরণ করবেই কেউ ফাঁকা স্থান নাই।
দেমাকে কাজ থেকে সরে যেতে পারো,
সুকাজ অপেক্ষাতে থাকে না যে কারো,
ভেবে চিন্তে কাজে ইস্তফা দিও তাই।

BANGLADARSHAN.COM

অবশেষে

লিভার ক্যানসারে ভুগে ভুগে ছ বছর,
ধনে-প্রাণে নিঃশেষ শীত শেষে কানু ভড়,
শ্রাদ্ধের বাসরে,
স্ত্রী ব্যথা পাশরে,
স্মৃতি কথা আওড়ায় ঠোঁট কাঁপে থরথর।

বাসস্থান

ঠুকঠাক সড়র চড়র শব্দেতে বাড়ি হয়,
ঘরামীর ছাত ফুটো জল গড়ে মিছে নয়,
ঘর-ছাওয়া কাজ-টাজ গ্রামেতেও কম আজ
বেনো জলে ভেঙে যায় পাকা বাড়ির তাই সাজ,
সরকারি অনুদানে বাড়ি-হয় হরদম,
গ্রাম-শহরে শোভে ছাতবাড়ি মনরম!

লজ্জা

BANGLADARSHAN.COM

স্পষ্টকথা সোজাভাষায় বলতে চেষ্টা করি,
বিচ্ছেদ হলে বন্ধুদের আবারও হাত ধরি।
চিরদিন কেউ থাকবে না এ জগতে জানি,
ভুল দোষ করেই থাকি আমরা মানুষ প্রাণী,
মুখ বাঁকিয়ে বন্ধু সরলে লাজ-লজ্জায় মরি!

গর্ব

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে টরতে পারিনা,
কে-কী বলছে পিছে তার ধার ধারিনা।
মায়ের শেখানো কথা বলি,
বাবার দেখানো পথে চলি,
বাংলাভাষা গর্ব-আশা বিপদ্ কালেও ছাড়িনা।

কুশল বার্তা

কেমন আছো সোনা মেয়ে যাচ্ছো শুনছি কাশী,
টিকিট কাটা হোটেলবুকে ঝরছে মুখে হাসি।
বাবা-মায়ের সঙ্গে যাচ্ছো অন্নপূর্ণার দেশে,
বিশ্বেশ্বর আছেন সেথায় ভিখারির বেশে,
ইতিহাস গাঁথা পথে-ঘাটে ইঁট পাথরে রাশি।

BANGLADARSHAN.COM

খেয়ালি খোকন

বলছি মা-গো, প্রজাপতি দেখছি এখন,
তবুও তুমি ডেকেই চলো, “আয়রে খোকন!
যোগের অঙ্ক স্কুলের কাজ করতে হবে,
না-পড়ে বড় হয়েছে কেউ, কোথাও কবে?”
রঙিন ডানা প্রজাপতি গোলাপ ফুলে,
আনবো ধোরে বসাবো মা, তোমার চুলে?
ফুল নেবে, না-প্রজাপতি বলো দেখি!
“পড়ার সময় খোকন তোর হচ্ছে এ-কি?”
প্রজাপতি উড়লো মা তোমার রোষে,
“পরে ও-সব দেখিস সোনা, অঙ্ক কোষে!”

লেখো

তুমি আর যেও না মন
তাদের ওই বাড়ি,
কথায় কথায় ওরা করে
ঝগড়া আড়াআড়ি।
চাইলে পাহাড় নদীর ধারে,
বসো শান্ত মনে,
খোঁজে না সে জাতিপাঁতি
বাতাস সন্‌সনে!
মানুষ ভালোবেসে যাও
চলো বই এর মেলা,
তারায় ভরা আকাশেতে
এক সে চাঁদের খেলা।
শিহরণ চাও তো পাবে
বনের শোভা দেখো,
মনের একক অনুভূতি
কলম তুলে লেখো!

BANGLADARSHAN.COM

নির্ভয়

মনের ঘরে আমার নেইকো কোনো ফাঁকি,
একলা হলেই ‘মা’ ‘মা’ সুরে মাকে ডাকতে থাকি;
তক্ষুনি মা আমার ভালো ভাবতে থাকেন,
মনে শুনি আমাকেও মা খুকী বলে ডাকেন!
সব কাজকেই ভালোবেসে করতে আমি পারি,
মায়ের বাণী—সব কাজেতেই ইচ্ছে শুধু তাঁরি।
সবার সুখ দেখলে শুনলে খুবই ভালো লাগে,
নির্ভয়ে রই দিনরাত্তির মা-যে আমার জাগে!

BANGLADARSHAN.COM

ওই মানুষটি

ওই মানুষটির বুদ্ধি আছে বিদ্যা আছে,
জ্ঞান তার অলংকার,
সবার পাশে থাকতে চান, নিত্য নতুন সখাও পান,
সাত্ত্বিক তাঁর অহংকার!
ওঁর সখারা কেউবা নকল বুঝেও তিনি সহেন ধকল
পান না মনে কষ্ট;
বয়স তাঁর হয়েছে বেশ, ঘুরেছেন দেশ বিদেশ
মুখের বাণী স্পষ্ট!
আছে বাড়ি-গাড়ি-টাকা, নিজের মনে একলা থাকা,
বাস্তব তাঁর আজ;
সারাটি দিন কাজের মাঝে ডুবে থাকেন নানান কাজে,
সাংস্কৃতিক কাজ।
সমাজ জুড়ে আছেন তিনি, তাঁর শিক্ষায় কেউ বা ঋণী
পদক্ষেপে প্রকাশিত কলা;
মিথ্যে কথা বলেন না সংকল্পে টলেন না
ব্যক্তিত্বময় ছন্দে পথ চলা।

BANGLADARSHAN.COM

যা ঘটছে

সাংস্কৃতিক অঙ্গনেতে টপকে চলার লড়াই,
নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে ভাষার যে চাই বড়াই,
অল্প জ্ঞানীর গল্প আজি,
আটকিয়ে পদ কাজে না রাজী,
ব্যস্ততা রোজ দেখিয়ে শোনায় কাজকে আমি ডরাই?

দীর্ঘশ্বাস

হোয়াটস অ্যাপে পাঠালে খাবার ভালবাসা লেখা,
খাবার স্বাদটি পাইনা জিভে উদর ফাঁকা দেখা।
কথার গাছে সুফল ফলে
খিধের জ্বালায় দুচোখ জলে,
একক নদীর দাঁড় বেয়ে আজ ‘কার্ট্‌সি ম্যানার’ শেখা!

নস্যাৎ

BANGLADARSHAN.COM

সোজাপথে চলাই সোজা।
উল্টোপথে বৃথাই খোঁজা।
আঁকাবাঁকা চললে,
মিছে কথা বললে,
রমজান উপসেও নস্যাৎ রোজা।

অবশ্যম্ভাবী

‘সত্যিকথা’ সত্যি বলছি বন্ধু বলেই জোরে,
মিতার মাথায় নিত্য নতুন ফন্দি-ফিকির ঘোরে,
আহা! ইস! কতই বলেন কথার পিঠে পিঠে,
মনে বিষের উদ্‌গার বাক্য মিঠে মিঠে,
নতুন সূর্য শুভ হবেই আগামী কালের ভোরে!

অনল

মুখোশের অভিনয়ে দুনিয়াটা চলছে,
তোষামদে সামনে ভালো যারা বলছে।
মনে ঘাত-প্রতিঘাত,
আড়ালে মাথা কাত,
হিংসার অনলে সঙ্গীরা জ্বলছে।

BANGLADARSHAN.COM

নিরবধি

লেখকের দুঃখ আবেগ পাঠককে ছোঁয় যদি,
সেই লেখকই জগৎ সভায় পুণ্যতোয়া নদী।
স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অটুট থাকবে রস,
যুগে যুগে পড়বে পাঠক করবে লেখার যশ,
সাহিত্যরসবশে পাঠক থাকবে নিরবধি।

অল্প আয়ুর গল্প

লাল রঙ্গনের মাঝে দুটো সাদা টগর,
যেন পাশাপাশি মুক্তোঝরা হাসি।
মনের হাজার ঝড় হয়েছিল স্তব্ধ
পবিত্র এই সুন্দরে পরকাশি!

ফুলকে আমি গাছ থেকে ছিঁড়ি না,
জগৎ মায়ের শ্রীচরণ জানি গাছে,
বাতাস দোলায় ফুলের খুশি দেখি
মন ভরে নিই ভালোবাসার আঁচে!

ফুল বাগানের মধ্যে আমার বাস
ফুল যে আমায় নিত্য শেখায় হাসি,
ঝড়-বৃষ্টি রোদ কুয়াশায় যুঝে
অল্প আয়ুর গল্প শোনায় রাশি।

BANGLADARSHAN.COM

ঋতু বিপর্যয়

ঢং ঢং ঢং বাজছে ঘড়ি সকাল দুপুর,
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বৃষ্টি বাজে বাদলা নূপুর
থপ্ থপাথপ্ কাপড় কাচে পথের কলে,
কল্ কল্ কল্ বান এসেছে নদীর জলে,
ধীবর কত ইলিশ মাছ তুলছে জালে,
পাশের বাড়ি বসন্ত রোগে বর্ষাকালে!

বেড়াতে যাওয়া

বোঁ-ও বোঁ-ও ঝমাঝম রেলগাড়ি ছুটছে,
রাত কেটে ভোর হ'ল গাছে ফুল ফুটছে,
পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে গাছে থেকে মাঠে আসে,
জলাজমি দুই পাশে শাপ্‌লা শালুক ভাসে।
ঊষারাঙা পূবাকাশে রবিমামা ওঠে ওই,
রেলগাড়ির কামড়াতে রাঙাদিদা পড়ে বই।
সুরে সুরে কখনওবা ঈশ্বরে ডাকছে,
বাবা মা ক্রিম নিয়ে হাতে মুখে মাখছে।
টয়লেট ঘুরে এসে চা-চা–করে মা,
এভাতে বেড়াতে পেলে কিছু আর চাই না!

BANGLADARSHAN.COM

সংস্কার

ঝড়ের হাওয়ায় বাসা ভেঙে শালিখ ছানা পড়লে,
ভাইপো অমল আদর করে সেই ছানাটি ধরলে,
ওড়ে না সে চলে বেড়ায় সারা ঘর বাড়িময়
এক শালিখ দেখলে দুঃখ-কষ্ট সইতে হয়
তাইতো পিসি বলল আর এক শালিখ আন ধরে,
জোড়া শালিখ দেখা ভালো সকাল-বিকাল-ভোরে,
'কোথায় পাবো' বলো পিসি, বলে অমল হাসি,
জলখাইয়ে বাঁচিয়েছি তাইতো ভালোবাসি,
'উড়িয়ে দেবো' বললে পিসি অমল জোরে কান্না,
মাটির জোড়া শালিখ কেনেন পিসি ঝগড়া চান না!

বৃষ্টির দিনে

জল থই থই বাড়ির পথে বান এসেছে বান,
বাড়ির সামনে ডুবলো দেখো ওই শিশু উদ্যান।
দোলনা, স্লিপ, মই-ঢেঁকি নাগর দোলার তলে,
ডাকছে ব্যাঙ গ্যাগর গ্যাঙ হাঁটু-ডোবা জলে,
ঘরে বসে নৌকো বানাই খাতার পাতা ছিঁড়ে,
সবুজ পাতায় বৃষ্টি ফোঁটা টুলটুলে সব হীরে।
বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! খুকুর ঘরবন্দী খেলা,
বারান্দাতে খেলনা পুতুল সাজায় ঝুলন-মেলা।

BANGLADARSHAN.COM

জীবন যুদ্ধে

সাতসকালে রোদ বাদলে আশালতা রায়
রেলগাড়িতে লাল শাড়িতে কলকাতাতে যায়,
দুটো ফ্ল্যাটে বাসন মাজে, এক ঘরে করে রান্না,
সন্ধেয় রানাঘাটে ফেরে বাড়িতে বোন পান্না।
পান্না ভালো লেখাপড়ায় ঘরের কাজেও বেশ,
মা-বাবা নেই দু-বোনের দুঃখের নেই শেষ।

হর্ষে

ঘরে বসে বুড়োবুড়ি ছড়া লেখেন রোজ
কোথায় কবে পাঠ করবেন ফোনেই রাখেন খোঁজ।
গদ্য-পদ্যের শব্দচয়ন বই থেকে তোলা ছত্র
অর্থ-শর্তে মঞ্চে উঠে পায় সংবর্ধনা-পত্র।
ওরা বলেন, কঠিন শব্দ পাশাপাশি বসাই;
না-বুঝে বেশ ভালো বলবার লোক রয়েছে মশাই।
টাকা পেয়ে মঞ্চে তুলে পরায় উত্তরীয়
অভিধান বা উপন্যাসের শব্দ বরণীয়,
প্রভূত জ্ঞানী ভাবে যারা প্রচুর সম্ভ্রমে,
আমাদের ঘিরে দর্শকদের আলোড়ন রমরমে।
পশ্চিমবাংলা ছেড়ে এবার বাংলা দেশে যাই,
আন্তর্জাতিক কবি নামে খাতির যত্ন পাই।
কেউকেটা হবার প্রতিভা নেই জেদ রয়েছে মনে,
টাকার জোরে লোক ধরে স্মারক ঘরের কোণে,
বয়স হয়েছে তো কি বুদ্ধির নেই দাম?
আমায় দেখে বুড়োটিও করছে লিখে নাম!
চুপিচুপি বলি শুনুন, চাই যে পেতে মান,
জমাটাকার সুদটি কেবল সংস্থাতে দান।
লেখায়-পড়ায় ব্যস্ত ছড়ায় ঝগড়া-ঝাঁটি বন্ধ,
বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে এখন ছেলের মনেও ধন্ধ!
বিদেশেতে ছেলে বৌ আমরা ভারতবর্ষে,
অন্যের লেখা পড়ি নাকো, নিজের লেখার হর্ষে।

BANGLADARSHAN.COM

আক্ষেপ নেই

হুগলী জেলার দুটি সংস্থার সম্পাদক,
চালিয়ে যাচ্ছি সব কাজই দায়িত্ব যে ব্যাপক;
সভানেত্রী আর দু-দুটি খ্যাতনামা সংস্থারও,
শাখা সম্পাদকের দায়িত্ব দিতে চায় আরও;
জীবন-পরিক্রমায় আমার জ্বালা-যন্ত্রণা সহে,
সমাজ-সংসারের দায়িত্ব কিছু নিজের কাঁধে বহে,
'না' বলতে শিখিনি তাই ডাকি কেবল মা,
এ জীবনে সুখভোগটি বাদ গেল যা;
সংসারের কাজের মাঝে সারাটি দিন হাঁফিয়ে,
কৌশল জানেন যাঁরা দায়িত্ব দেন চাপিয়ে।
দুনিয়া ছেড়ে যাবো যখন দায় বুঝি হবে শেষ,
ভুলে যেও, আক্ষেপ নেই, থাকবে না আর কোনো ক্লেশ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রিয় বোনঝি

ওই মেয়েটি আমার প্রিয় ভালোবাসা মাখা,
ভালোবাসার পরশ তারে যায়না গোপন রাখা।
হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর মমতাভরা মন
বোনঝি আমার আমার কুমকুম সে আমার প্রিয়জন।
কী খাওয়াবে কী মাখাবে নানান উপহারে–
সযতনে সে কেবলই মনটি আমার কাড়ে।
পরিশ্রমী বড়ই সে চিন্তা মাথায় আজ
ছেলেটি তার মানুষ হবে এটাই বড় কাজ।
ছেলের স্কুল-আঁকা পড়া কেবল ছুটোছুটি
সংসার-কাজ-কর্তব্যেও পাই না তার ত্রুটি।

ভালো আছি

পাকা ফল খেতে ভালো
শাক সব্জিটাও,
মাছ-মাংস ডিমটি প্রিয়
চিংড়ি দেওয়া লাউ।
টাটকা খাবার স্বাস্থ্যকর
বাসি পচা খাই না,
মাথায় টাক পড়ছে ভয়ে
বেলতলাতে যাই না।
প্রতিবেশীর সঙ্গে হাসি
ঝগড়া-ঝাঁটি নয়,
সময়ের কাজ সময়ে করি
ভাগ্যে মেলে জয়।

BANGLADARSHAN.COM

মালার শোকে

বয়স মেয়ের পঞ্চদশী, নামটি বেশ পুলকশশী!
অড়হরের পাতা-সে, আখের ফুলের বাতাসে,
মুখে ছড়া বলছিল, মেলার পথে চলছিল।
গলায় পুঁতির মালা, দু-হাতে তার বালা,
বাতাস মৃদুমন্দ, চলায় নাচের ছন্দ!
মেলায় গজা-খাজা, মিষ্টি, পাঁপড় ভাজা,
কিনছে খাচ্ছে ঘুরে, মানুষ মিলন সুরে,
বেলাশেষে শেষ মেলা পুতুল নাচের খেলা।
দুঃখ মেয়ের এই, গলাতে মালা নেই!
মায়ের কাশীর স্মৃতি আদর মাখা প্রীতি,
হারিয়ে ফেলে মালা নাড়ছে মেয়ে বালা!

দুঃখ ভাগ

দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র তরুণ দিদার প্রিয় নাতি,
মা ও দিদার গঙ্গাস্নানের হয়েছিল সাথী।
গঙ্গাজল ভরতে পাত্র ডুবিয়েছিল জলে,
পায়ের তলার পাথর চাঁইটি যায় বুঝিবা টলে।
জলে পড়ে ঘূর্ণীস্রোতে যাচ্ছে ছেলে দূরে,
বাঁচাতে মা শাড়ির প্রান্ত তখনি দেন ছুঁরে।
হাবুডুবু ছেলে, শাড়ি ধরলোই না মোটে,
উদ্‌ভ্রান্ত মায়ের মন তোলপাড়িয়ে ওঠে।
কান্না-চিৎকারে দিদা জড়ো করেন লোক,
পুলিশ-ডুবুরি প্রতিবেশী সবার মনেই শোক!
চেষ্টা চলে নানান রকম খোঁজ পায় না দেহ,
মা-কে সান্ত্বনা দেবার পায় না ভাষা কেহ,
দু-দিন দু-রাত মা, বোসে জলের ধারে,
তিনদিন পর লাশ উঠলো তিন মোহনার পাড়ে।
অজয়-গঙ্গার এই ঘটনা মর্মছোঁয়া দাগ,
সত্যি ঘটা দুঃখছটা দুখির দুঃখভাগ।

BANGLADARSHAN.COM

তবুও

জগৎটিকে নানান সুখে প্রকৃতি মা ভরায়,
গাছ-গাছালি ফুলে ফলে ভালোবাসা ছড়ায়,
সবুজ শাখার কোলে দোলে নানা রঙের ফুল,
রাশি রাশি ফুলের হাসি উদাসী বিলকুল,
ঘরে বাইরে ডরায় মানুষ, দুঃখ তাপে জড়ায়।

আমার ছড়া

শীত এলে দুয়ে মিলে চড়ি রেলে–ভাইজাগ,
টক-ঝাল আড়ি নেই মন ভরা অনুরাগ।
হোটেলেতে খাই দাই নিদ্ যাই হোটেলেই,
দু'জনেতে কাছাকাছি আমি আছি আছে সেই।
পাহাড়ের গাছে গাছে কাঁচা-পাকা বন-ফল,
নানা ফুল ফুটে আছে ঝরনাতে বহে জল।
মেঘ হেসে ভালোবাসে পাহাড়েতে ঘিরে দিক,
সরু কভু বড়ো নদী রোদে জল চিক্ চিক্।
সাগরের ঢেউ খেয়ে পাহাড়েতে ছুটি যত,
পেঁজাতুলো মনগুলো উড়ে চলে অবিরত
ঝরনার জলরাশি রামধনু রঙে সাজে,
মুখোমুখি চোখাচুখি যে যার নিজ কাজে।
উঁচু নিচু ধরাতলে পলে পলে পাই সোই
শত শত মিতা কত খুশী মনে সুখী হই!
'হুদ হুদ' ঝরে ভাইজাগের গাছপালা নষ্ট,
ক্ষয়ক্ষতি পাখিদেরও ছবি তার স্পষ্ট!
গাড়ি ছোটে ফুল ফোটে ছোটে রাঙা ফোটা ফুল,
কাপাসের সাদা তুলো থোপাফুল বিলকুল!
কত ছবি আঁকা হল হৃদয়ের মাঝে ওই,
'ইয়ারদা সী বীচ'এ ঘোড়াচড়া হইচই!

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিজ্ঞা

দুর্গা-রা আজ দশটি আঙুল চালায় তালে তালে,
দিন-রাত্তির বন্ধু বাড়ে নানা কথার চালে,
গৃহে-পথে কানে ঝোলে কথার লম্বা সুতো,
স্বনির্ভর দুর্গাও খায় বীরপুরুষের-গুঁতো!
দেশের দশের একজন হবে প্রতিজ্ঞাটা নিয়ে,
শিক্ষা-দীক্ষায় তৈরী মেয়ে তবেই তার বিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

এর মানে কী?

দুপুরবেলা ঘুমের আগে খেয়েছিলাম ডাব,
যাদের সঙ্গে আড়ি ছিল করলো তারাই ভাব।
খুশীমনে স্বপ্ন বনে গান গেয়ে পথ চলি,
স্বপ্ন সখী গানের সাথে জুড়লো দুটো কলি,
দু-চোখ বুজে পাই না খুঁজে নিজের সুখের নীড়
স্বপন বন্ধু খাওয়াতে চায় চিঁড়ের সাথে ক্ষীর,
হয়নি খাওয়া, হয়নি নাওয়া দীঘির শীতল জলে,
ঘুমের মাঝে ভ্রমণ আমার এমনি ধারাই চলে।
আদর করে নামটি ডেকে উঠলো যে-গান গেয়ে
জেগেই দেখি, গোমড়া মুখে সেই সে মেয়ে চেয়ে!
ঘুমে ছিলাম আনন্দেতে জেগে ভিন্ন ধারা,
স্বপ্ন দেখার মানে খুঁজেই হলাম বাক্যহারা।

প্রণাম লহ

তুঁতে নীল ধোঁয়া কালো দুধ সাদা ঢঙে
আকাশটা সাজে আজ মন কাড়া রঙে!
কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় যে ওই
সুন্দরী লালপরী প্রাণে হই চই।
কত শত মন্দির আকাশেতে ভাসে,
খুশী খুশী মনে বসি বাবা-মার পাশে;
কাক ভোরে পাখি ওড়ে নানা রঙে ডানা,
আকাশের উদারতা সকলের জানা।
কামরাঙা টিয়েটির মিঠে মিঠে শিসে
দূরে চিল উড়ে যায় আকাশেতে মিশে,
মাথার ওপরে আকাশ পথে ঘাস জমি,
বল আর ভরসাতে তোমাদের নমি।

BANGLADARSHAN.COM

অসহ্য

একই চুলের কাট, সাজ-গোজ-গয়না,
বাবা-মা একে কেন মনে এক হয় না?
রিম্পা গান গায় ভালোবাসে খেতে,
টুম্পা নাচে চায় বিদেশেও যেতে,
‘এর’ বেশী নাম যশ ‘ওর’ প্রাণে সয় না!

সঙ্গোপনে

বিছের সঙ্গে মিছেই খেলা,
আমার ঘরে রাতের বেলা।
মারতে তাকে চটির আঘাত
হাতের ব্যথা বাড়ায় ব্যাঘাত;
মনের কথা বলবো যাকে,
খুঁজে ফিরি পাই না তাকে!
তেঁতুলবিছে হলুদ ডোরা,
তারাও থাকে জোড়া জোড়া,
থাকুক ওরা সবাই সুখে
বাঁচুক প্রাণে মরণ রুখে!
একলা ঘরে বদ্ধ খাঁচা,
এই কি আমার সত্যি বাঁচা?
দহন তাপে নিত্য জ্বলি
ধৈর্য ধরে পথটি চলি,
জোর কমেছে ডান হাতে;
কনকনানি যেন বাতে,
ব্যর্থ মনে শুয়ে পড়ি,
ছড়া সুতোয় লাটাই ধরি,
ছড়াই সুতো আপন মনে,
দুঃখ কাটাই সঙ্গোপনে॥

BANGLADARSHAN.COM

সমস্বরে

কদমগাছে কাকের বাসা, বেড়াল করে তাক,
চতুর্দিকে কা-কা-রবে, হাজার খানেক কাক।
পোস্টে-ছাতে কাকের মিছিল, বেড়াল নিচে হাঁটে,
কাকেরা উড়ে ঠুকরে দেয়, ছুটলো বেড়াল মাঠে
বেড়াল ভায়া ভয়েই সারা, নাকাল হল খেয়ে তাড়া,
লোমগুলি সব করে খাড়া, কেবল চলে লেজটি নাড়া
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি নূপুর ঘুমের দুপুর মাটি,
জাগলো পাড়া এ-উহারা, খুঁজলো পরিপাটি,
কেউ বোঝালে ঝড় বাদলে, কাকের ছানা পড়ে,
বেড়াল দুটি গুটিগুটি ঘাড় মটকে ধরে।
হুলো ছুটলো মন্দিরেতে ভোগের ঘরের কোনে,
মেনী ছানা সাবাড় করে খিধেয় নিজের মনে।
তারপরে যা কান্ড ঘটে সবার ঘুমে হানা,
কা-কা-সমস্বরে দুপুর বিকেল টানা!

BANGLADARSHAN.COM

অভিমান

শিশুরাই হাসতে জানে সহজ-সরল হাসি,
ফোটা ফুলেও পাবে খুঁজে হাসি রাশি রাশি!
হাসির মাঝে লুকিয়ে থাকে ফুলের দুঃখ-কান্না,
ঝরে যায় শুকিয়ে যায় তখন মানুষ চান না।
জীবনের অভিজ্ঞতায় শিশুই মাতা-পিতা,
দায়িত্বে-কর্তব্যে-বার্ধক্যে জর্জরিতা।
বুড়োশিশুও হাসে অনেক অবহেলা সহে,
ভালোই আছি, গেলেই বাঁচি অভিমানে কহে।

তৃপ্তি

বারো বছর বয়স যখন সৎমা হয়ে আসি,
পুত্র-কন্যা দুই-ই পেলাম ডাকে পারুমাসি,
জামাইবাবু স্বামী হওয়ায় হইনি ওদের মা,
যে ডাকেতে সোহাগ ঝরে জুড়ায় নারীর গা!
কয়েক বছর এ সংসারে দুঃখ সুখের দিন,
'মা' ডাকটি শুনতে মনে ইচ্ছা জাগে ক্ষীণ।
গর্ভে জন্ম দিলাম মেয়ের নাম রেখেছি রাশি,
কথা ফুটতেই ওদের শিখে সে-ও ডাকে মাসি।
মিষ্ট স্বভাব মন ডাক্তার জামাই ডাকেন 'মা!'
আমার-চোখে অশ্রু দেখে বলেন–'কেঁদোনা!'
নারী জনম সফল হল এই ধরাতে আসি।
'মা' ডাক প্রাণে তৃপ্তি আনে ওদের ভালোবাসি।
পুত্রবধূবরণ করি চুমো আঁকি গালে–
'মা' ডাকতে ভুলো না বউ, আমায় কোনো কালে!
তিন জনেতেই মাসি জানে 'মা' ডাকেনি ওরা–
জামাই-বৌয়ের 'মা' ডাক শুনে ভাঙা হৃদয় জোড়া!

BANGLADARSHAN.COM

দস্যি ছেলে

বাদলা দিনে দাঁড়িয়ে ছিল সুন্দরী এক মেয়ে,
পথে জমা জলের ধারে দূরের পানে চেয়ে,
বাইক চড়ে কিশোর দুটি জল ছিটিয়ে যায়,
পথের জল গায়ে মাথায় রাগলো মেয়ে তায়,
‘এদের চাব্‌কে দিতে হয়’ বলল মেয়ে জোরে,
বাইক তখন অনেক দূরে মোড়ের পথে ঘোরে।
পথচারী প্রশ্ন করে–‘তোমার চেনা ওরা?’
‘না-না-না; কক্ষনো না, ওদের কাজ ঘোরা!
ইচ্ছে করে ভিজিয়ে দিল পথের কাদা জলে’–
দস্যি ছেলে ওদের লোকে সাধ করে কি বলে?

BANGLADARSHAN.COM

পাঠ নাও

বেশির ভাগ বন্ধু আজ এমনটাই,
সাফল্য শোনায় শুনতে চায় ব্যর্থতাই,
অন্যের সফলতায় তাদের কষ্ট জানে,
অসহ্যে ঈর্ষা-জ্বালা কেবলই তাই দানে।
আবেগ রুখতে শিখতে হবে তাই,
কথায় কাজে সংযত হওয়া চাই।
সাফল্য শুনলে তোমায় পিছনে টানতে চেষ্টা,
বন্ধু নামে কলঙ্ক ছড়িয়ে সারা দেশটা!
কৃষ্ণ-সুদামা বন্ধু আজ খুব কম,
মানবজীবনে পাঠ নাও শম-দম।

ওদের ভালোবাসি

নদীর তীরে ধীরে ধীরে হাঁটছি জন্ম গাঁয়ে
মেয়ে বেলার সাথী খুঁজে পেলাম গাছের ছায়ে।
বারো বছরে যেমন সিঁথি বাহান্নতেও তেমন,
সিঁদুর ফোঁটা সিঁথিতে নেই মন উদাসী কেমন!
রাঙিয়ে সিঁথি প্রেম-প্রীতিতে বর করেছিল বিয়ে,
রোগের ডাকে ছড়াল তাকে দুই সন্তান দিয়ে,
আমায় ধরে বলল–‘ওরে ভুলে গেছিস নাকি,
বকুল আমি, আমার ঠামি ডাকতো খেঁদি নাকী।’
দুই সাথীতে হাসতে থাকি হি-হি-হি-হা-হা,
“আম খেঁতো আর তেঁতুলমাখা খেতাম কত আহা!
বৃষ্টি ভিজে খেলবো কি-যে না পেয়ে তাই ভেবে,
স্কিপিং দড়ি টানাটানি কে আগে দান নেবে!
রগড় করে টগর বলত ‘খেলবো না ভাই আমি,
সেদিন কত মিষ্টি ছিল হীরার চেয়ে দামী!”
তাকে থামাই, নিজেই জানাই, ‘এখন পড়াই স্কুলে,
যত্ন করি চারা গাছে ভরবে ফুলে ফুলে!’
বকুল বলে, বিকেল হলে নদীর ধারে আসি,
ওই যে খেলে নাত্‌নি নাতি ওদের ভালোবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতিমেদুর

পৌষের তিরিশ মকর সংক্রান্তি,
মাঘের পয়লা জানি ‘উত্তরান্তি’
উদ্ধারণপুর গঙ্গাতীরে মানুষের মেলা
নাম গানে মুখরিত দিন পাঁচ বেলা।
নাগর দোলায় পাক খেয়ে কচি কাঁচা দলে,
ঝুনঝুনি, বাঁশি, চুড়ি হাতে বাড়ি চলে।
পৌষলা চড়ুইভাতি মাতে নদী তীরে–
স্নানে-দানে চলে মেলা গঙ্গাকে ঘিরে।
গৌরাঙ্গের মেলাবাড়ি সকলেই জানে
উদ্ধারণ দত্তের সমাধি পাশে একস্থানে।
‘অবধূতে’র মূর্তিটি সামনেতে রাখা,
মেয়ে-বউ মেলা যায় কেউ পড়ে শাঁখা!
গঙ্গায় মিশেছে অজয় খেয়া পারাপার,
শাঁখাই ঘাটের তাই, ‘তেমনি’ নাম আর।
অদূরেই কাটোয়া নিমাই সন্ন্যাসী হন,
কন্টকনগরে লোকে কাটোয়াই কন।
উৎসবে মুখরিত কাটোয়ার বাসি
মুসলিম-হিন্দু-শিখ আছে পাশাপাশি।
মীরকাশিম এখানেতে ইংরেজ সনে,
লড়েছিল ইতিহাস আজও পড়ে মনে।
কার্তিকের পূজো হয় কার্তিক লড়াই,
কাটোয়াবাসীর মনে এ-নিয়ে বড়াই।
ঝুলনে মানুষ ঝুলন মনে কাটে দাগ
মানুষে-ঠাকুরে হেথা বড় অনুরাগ!
নন্দোৎসব হয় মহা ধুমধামে,
দোল-দুর্গোৎসব চলে ডানে-বামে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসাই জীবন

কুসুমের আজ ঘরে বাইরে কাজ
সুস্থ-সবল শরীরটি তার জেনো,
ঘরের কর্ম ধর্ম সামলে লেখে,
খ্যাতি তার শহর ছেড়েও মেনো।
সমাজসেবায় লেখাও একটি দিক,
মানুষ জনকে বড্ড ভালোবাসে,
অসুবিধা শুনলে বন্ধু জনের
আন্তরিক সে ছোটে তার পাশে।
কুসুমের মনে ঝড় ঝাপটাও আসে,
নিজ সুবাস বিলিয়ে চলে তবু,
পিছনে কথা বলে অলস যারা
কুসুম বোঝে, হারায় না পথ কভু।

BANGLADARSHAN.COM

কুসুম এখন মাঝবয়সী বধূ
শরীর তার যত্ন পেতে চায়,
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত সভায় সভায়
অনাদরে কষ্ট মনে পায়।

কাজটি তার নিচ্ছে বহুজনে,
অবহেলা বাড়ছে দিন দিনই,
কুসুমের কলম সত্যি কথা লেখে
সমাজতো সত্যের কাছে ঋণী।

পরিবেশ-সমাজ ভাবনা ভেবে
কুসুম আজ সমাজের একজন,
সমবয়সীদের ঈর্ষা মতান্তরেও
কুসুমের তরতাজা মন।
কষ্ট থেকেও লেখনী আখর ফোটায়
চিরন্তন সত্য কুসুম জানে,
একক-জীবন বড়ই দুঃখময়
ভালোবাসাই জীবন, কুসুম মানে।

শিরোপা

শিরোপা পরাবে আমার মাথায় পড়াও তবে,
দু'চোখে ওদের জ্বলছে জ্বলুক লক্ষ ছিঃ ছিঃ!
ভালোবাসাই বাঁধে জানি ঘর-সংসার,
ভালোবেসেই ওদের হাজার দোষ সহেছি।
মানবতাবোধ, মানবধর্ম, মূল্যবোধের
সহস্রবুলি শুনবে ওদের মুখে মুখে,
সভার ভীড়ে দুই থেকে তিন হচ্ছে যেদিন
নিন্দা-চর্চা কূট-কচালি মনের সুখে!
যুক্তিযুক্ত সমালোচনায় জ্ঞানও বাড়ে,
আলোচনায় অজানাকে নিখুঁত জানা,
স্বাধীন দেশের সংবিধানের মূল অধিকার
মত প্রকাশে বাক্য বলতে নেই যে মানা।
শাশ্বত যা সত্যিই তা অমৃতময়
মান্য যা-তা-যুগ হতে যুগান্তরে,
রবি-র বাণী-গানের পুলক প্রাণে প্রাণে
নতুন বার্তা পৌঁছে দেয় মন-মনান্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

রাখী উৎসব

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে রাখী উৎসব দিনে,
দোকান থেকে দাদার-ভাইয়ের রাখী আনি কিনে;
যত্নে রাখী বাঁধি দাদার ডান হাতের কব্জীতে;
তরকারী রেঁধে খাওয়াই নানান সব্জীতে;
পায়েস লুচি আলুরদম রসগোল্লাও রাখি,
কচিকাঁচা বন্ধু ভাই প্রতিবেশীও ডাকি।

কালো মেয়ে

কালো মেয়েটির বিয়ে হয় নি, বিয়ে হবে কেমন করে?
নবম শ্রেণী পড়ছিল সে বাবা তখন গেলেন মরে।
মা-মেয়েতে পেনশনের টাকায় কষ্টেশিষ্টে দিবস যামী,
কালোমেয়ে ভালোবেসে কেউই তার হলোনা স্বামী।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস-অম্বল নানান রোগ,
কুৎসিৎ রূপ ঢাকতে মেয়ে শুরু করে ব্যায়াম-যোগ।
হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী বলে, 'প্রেম করতেও পারলি না?'
লজ্জানত মুখে মেয়ে–'মা-কে কে দেখবে বলো না?
সন্ধে-বেলায় কালোমেয়ে নূপুর পায়ে আলতা পড়ে,
সিঁদুর টিপে কপালটি তার ঠাকুর ঘরেই রাঙা করে।
আঁচলে পিঠ-বাহু ঢেকে নিত্য করে ঠাকুর প্রণাম,
সুরে সুরে শ্যামাসঙ্গীত কখনও বা গায় শ্যামনাম!

BANGLADARSHAN.COM

দুর্ভোগ

বৃষ্টির জল ঘরে ঢুকে প্রতিবেশী নাজেহাল,
জমাজলে দাঁড়িয়ে চলে রাঁধা-খাওয়া আজকাল।
বৌ-নাতি-নাতনী-ছেলে ভুগছে চিকেন পক্সে,
পেনশনের টাকা দশদিনেই শেষ তাকিয়ে ফাঁকা বক্সে
গিন্নিমা চিন্তায় বলেন, ঘরে নেই চাল-ডাল,
কবে কাটবে জানিনা দুর্যোগ দুর্ভোগের এ কাল?

কাজপাগলা

বহুর ভিড়েও যে মানুষটি ভীষণ একা,
কাজের মাঝেই অন্যকে তাঁর আপন দেখা!
বিশ্রাম তাঁর এ কাজ সেরে অন্য কাজে,
সদাই মনে নতুন কাজের ঘণ্টি বাজে।
অলস কেউ বা ভুল করে তাঁর কাছে গেলে,
দক্ষকর্মী গড়তে পারেন ছ'মাস পেলে।
মান-সম্মান দিয়ে তাকে বিদেশ পাঠান,
মহৎকাজে বাধা পেলে কষ্টে কাটান।

BANGLADARSHAN.COM

নিম-স্বভাবী

ছোট্ট বাড়ির বায়ুকোণে গাছ হল এক নিম,
বড় সড় হতেই গাছে, লতিয়ে উঠলো সিম।
শীতের সব্জী সিম রেঁধে খাই খাওয়াই প্রতিবেশী,
নিম ফুলের মিষ্টি সুবাস চৈত্রের শেষাশেষি।
নিমপাতা বাটা মাখলে গায়ের রঙটি দেখায় বেশ!
ভেষজ গুণের কথা নিমের হয়না বলে শেষ।
নিমের পাতা বেগুন ভেজে গরম ভাতে খাওয়া,
সুস্বাস্থ্য জিভের স্বাদতো তিতো পাতায় পাওয়া।
বাইরে তিতো নিম স্বভাবী মানুষ জনও আছে,
সুশিক্ষাই বিলিয়ে যান তাঁরা সবার কাছে!
নিমপাতার শরবত ছিল কবিগুরুর পথ্য,
যাঁর কবিতা গানের বাণী দিশারী আজও সত্য।

পরশ

মা-গো! আমি টিকিট কেটে ট্রেনে চেপেছি,
জন্মদিনের লাল শাড়িটা নিজেই পড়েছি।
স্মার্ট ফোনের ফেসবুকেতে বন্ধু আমার মেলা,
চলতে ফিরতে ওদের সঙ্গে চলছে আমার খেলা।

তোমার জন্য মনটা কেমন করছে কদিন থেকে,
এই চিঠিটা গল্প হবে বলছি তোমায় ডেকে,
এ জগতে কোথায় তুমি ঠিকানা তো নাই,
ভালোবাসার মানে জানি তোমার পরশটাই।

BANGLADARSHAN.COM

দাবী নেই

ওরা পথের খাবার দাবার
কুড়িয়ে করে সাবার,
কুড়ায় খেলনাপাতি ধাবার,
তাড়া নেই ফিরে ঝুপড়িতে যাবার।
ওদের নেই বাবা মা ভাবার,
সারাদিন পথে পথেই কাবার!
ভিক্ষে করে খিধেয় আবার,
দাবী নেই স্নেহ প্রীতি পাবার।

BANGLADARSHAN.COM

পুণ্য-পূর্ণ

জন্মদিন! জন্মদিন! সানন্দে হৃদয় বীণ!
ভালোবাসার ধারাপাতে রাখবো না ভাই ঋণ।
জীবনে বয়স যোগ নয় নয়,
সুস্থ জীবন, মন-মধুময়
প্রীতি প্রেমের মিলনমেলায় পুণ্য-পূর্ণ এই শুভদিন।

বিপত্তি

আদুরে মেয়ে বাঁদুরে বউ
স্বামীর ঘরে যায়,
রান্নাবাটির ধার ধারে না
তৈরী রান্না খায়!
শাশুড়ি-শ্বশুর নিয়ে ফ্ল্যাটে
থাকতে চায় না মোটে,
রাগ করে যায় বাপের বাড়ি
ন্যায্য কথায় চোটে;
স্বামীকে জানায় ফিরতে পারি
নতুন ফ্ল্যাট চাই,
সেখানেতে স্বাধীন থাকবো
কোনো-বাধা নাই;
নইলে তোমার অফিস গিয়ে
করবো দোষী খাড়া,
অর্ধেকটা মাইনে আসবে
আমার মাসোহারা;
চারশো আটানব্বই ধারা
গৃহবধূদের পাশে,
অত্যাচারী সপরিবার
থাকবে হাজতবাসে;
মুশকিল বেশ বুঝল স্বামী
ভীষণ গ্যাঁড়াকল,
চিন্তা ভাবনায় জর্জরিত
নেই কিনারা তল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥